চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

**Book-6**

# ছোটদের সহীহ দু'আ

আমির জামান
নাজমা জামান

**Published by**
**Institute of Family Development, Canada**
www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।**


| | |
|---|---|
| মন্তব্য/পরামর্শ | আমির জামান/নাজমা জামান<br>টরন্টো, ক্যানাডা<br>info@themessagecanada.com |
| ১ম প্রকাশ | মে ২০১৩ |
| ২য় প্রকাশ | জানুয়ারী ২০১৬ |
| ৩য় প্রকাশ | জানুয়ারী ২০১৮ |
| সার্বিক সহযোগিতায় | রোকসানা পারভীন (রুমা)<br>জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা) |
| ভাষা সহযোগিতায় | প্রমি, রজিত, তন্নী |
| প্রচ্ছদ সহযোগিতায় | জারা, রামিসা, জুমানা |
| © কপিরাইট | আই.এফ.ডি ট্রাস্ট |
| প্রাপ্তিস্থান | আই.এফ.ডি ট্রাস্ট<br>মুহাম্মাদপুর, ঢাকা<br>০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬<br><br>আল মারুফ পাবলিকেশনস<br>কাটাবন মসজিদ, ঢাকা<br>০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১<br><br>কবির পাবলিশার্স<br>চট্টগ্রাম<br>০১৬১৩০৬১৬৫৩ |
| মূল্য | প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price)<br>১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price) |

# অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) আমরা অভিভাবকরা যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই আমাদের সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াই তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর পূর্ণাঙ্গ নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ-এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কার্টুন-এর ভিডিও দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ -এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৪) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। সহীহভাবে সলাত আদায়ের ভিডিও ও লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি। আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাঁড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই।

৫) ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো উচিত। দেশের অসহায়-দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৬) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো সন্তানরা ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ তাকে আদবের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি, এমনভাবে বলা যাবে না যে সে অপমান বোধ করে। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৭) নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া IFD প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

# দৈনন্দিন দু'আ

## (১)
## ঘর হতে বের হওয়াকালীন দু'আ

بِسْمِ اللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

*বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্ল-হি ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

## (২)
## বাড়ীতে প্রবেশের দু'আ

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنا، وَعَلى رَبِّنا تَوَكَّلْنا

*"বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজ্না-, ওয়াবিসমিল্লা-হি খরজ্না-, ওয়া 'আলা রব্বিনা- তাওয়াক্কালনা"।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

## (৩)

## যে কোন যানবাহনে উঠে দু'আ

بِسْمِ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لله، اللهُ أكبَر ، اللهُ أكبَر ، اللهُ أكبَر، سُبْحانَ الَّذي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنين، وَإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبون

*বিসমিল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হ, আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, সুবহা-নাল্লাযী-সাখ্খর লানা হা-যা ওয়ামা- কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বলিবুন।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। মহান আল্লাহ খুবই পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য এটাকে অনুগত করেছেন। আমরা এর ক্ষমতাসীন ছিলাম না। আর আমাদের প্রতিপালকের দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ১৩-১৪)

## (৪)

## মসজিদে প্রবেশকালে দু'আ

أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ, وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ, وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللهِ, وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

*আ'উযুবিল্লা-হিল 'আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্ব-নিহিল ক্বদীম, মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম, বিসমিল্লা-হি ওয়াসসলা-তু ওয়াসসালা-মু 'আলা রসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মাফ্তাহলী আবওয়া-বা রহমাতিক।*

অর্থ ঃ মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্ত্বা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে। আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দুরূদ ও সালাম রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি। হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দাও। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

## (৫)

## মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*বিসমিল্লা-হি ওয়াসসলাতু ওয়াসসাল্লামু 'আলা রসূলিল্লাহ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন্ ফাদ্লিক, আল্লা-হুম্মা'সিমনী মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, দুরূদ ও সালাম রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্ত্বা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ)

## (৬)
## শোয়ার সময় দু'আ

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

*বিস্‌মিকা আল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই আমি মরি ও বাঁচি। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ক) শয়নকালে তাস্‌বীহ, তাহমীদ ও তাক্বীর ঃ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহান এবং পবিত্র), ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর) এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। (সহীহ বুখারী)

খ) রসূল ﷺ যখন রাতে ঘুমাতে যেতেন, তখন সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়ে নিজের দু'হাতে ফুঁ দিতেন এবং শরীর মাসহ করতেন (তিনি শুরু করতেন মাথা ও মুখমন্ডল এবং দেহের সামনের দিক হতে। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।) (সহীহ বুখারী)

গ) নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি রাতে তোমার শয্যায় গমন কর তখন আয়াতুল কুরসী পড়, সর্বদা তুমি আল্লাহর হিফাযতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। (সহীহ বুখারী)

## (৭)
## ঘুম থেকে ওঠার পর দু'আ

الحَمْدُ لِلّهِ الّذي أَحْيانا بَعْدَ ما أَماتَنا وَإِليه النُّشور

*আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।*

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

## (৮)
## পোশাক খুলে রাখার সময়ের দু'আ

بِسْمِ اللهِ

*বিসমিল্লা-হ।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (খুলে রাখলাম)। (তিরমিযী)

## (৯)
## কাপড় পরিধানের দু'আ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

*আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা (স্সাওবা) ওয়া রযাক্বনীহি মিন্ গইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালাক্বউয়াহ।*

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ইহা (পোশাক) পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে ইহা দান করেছেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

## (১০)
## নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

*আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাওতানীহি আস্আলুকা মিন খইরিহী ওয়া খইরি মা সুনি'আ লাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ শাররিহী ওয়া শাররি মা সুনি'আ লাহু।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তুমিই এ পোশাক আমাকে পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সে সব কল্যাণ কামনা করি। আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরীর অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

## (১১)
## টয়লেটে প্রবেশকালে দু'আ

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

*বিসমিল্লাহ-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবা-ইছ।*

অর্থ ঃ (বিসমিল্লাহ) হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্টকারিতা) হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

## (১২)
## টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ

غُفْرانَكَ

*গুফ্‌র-নাকা।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা পার্থনা করছি। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

## (১৩)
## ওযূর শুরুর দু'আ

بِسْمِ اللهِ

*বিসমিল্লাহ।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

## (১৪)
## ওযূ শেষ করে দু'আ

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسولُه

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

*আশহাদু আললা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহু। আল্লা-হুম্মাজ্‌ 'আলনী মিনাত্‌-তাওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বহহিরীন।*

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। (সহীহ মুসলিম)। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন।) (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

## (১৫)
## খাওয়া শুরুর দু'আ

بِسْمِ اللهِ

*বিসমিল্লা-হ।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। (সহীহ মুসলিম)

## (১৬)

## খাওয়ার মাঝের দু'আ

খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে
(শেষ হওয়ার আগেই) বলতে হবে।

بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

*বিসমিল্লা-হি ফী আউওয়ালিহি ওয়া আ-খিরিহ'।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে এর শুরু ও শেষ। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

## (১৭)

## খাওয়া শেষ করে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

*আলহামদুলিল্লাহ।*

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (সহীহ মুসলিম) অথবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هذا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ

*আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রযাক্বনীহি মিন গয়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা ক্বুওয়াহ।*

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং তার সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোন উপায়-উদ্যোগ, ছিল না কোন শক্তি সামর্থ। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

## (১৮)

## হাঁচি দিলে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

*আলহামদুলিল্লাহ।*

অর্থ ঃ আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা। (সহীহ বুখারী)

## (১৯)

## হাঁচি দাতা আলহামদুলিল্লাহ বললে, যারা শুনবে তারা বলবে

يَرْحَمُكَ اللهُ

*ইয়ারহামুকাল্লা-হ।*

অর্থ ঃ আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। (সহীহ বুখারী)

## (২০)

## হাঁচি দাতার তদুত্তরে বলতে হবে

يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُم

*ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম।*

অর্থ ঃ আল্লাহ আপনাকে (বা আপনাদেরকে) হিদায়াত করুন এবং আপনার (বা আপনাদের) সংশোধন করুন। (সহীহ বুখারী)

## (২১)

## এই দুনিয়াতে সফলতা ও আখিরাতে মুক্তির জন্য দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*রব্বানা আ-তিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা 'আযা-বান্ না-র।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাদের এই দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও, এবং [জাহান্নামের] আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। *(সূরা বাকারা ঃ ২০১)*

## (২২)

## পিতামাতার জন্য দু'আ

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

*রব্বির হামহুমা- কামা- রব্বাইয়া-নী সগীরা।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা আমাকে ছোট কালে লালন-পালন করেছেন। *(সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ২৪)*

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

*রব্বানাগ্ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইইয়া ওয়ালিলমু'মিনী-না ইয়াওমা ইয়াক্বু-মুল হিসা-ব।*

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন মুসলিমকে কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা কর। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪১)

প্রত্যেক সলাতের শেষে মা-বাবার জন্য এই দু'আ পড়া উত্তম।

## (২৩)

## মুখের জড়তা দূর করার দু'আ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

*"রব্বিশরহলী সদরী ওয়া ইয়াস্‌সিরলি আমরী ওয়াহলুল ওক্বদাতাম মিললিসা-নী ইয়াফক্বহু ক্বওলী"।*

অর্থ ঃ হে আমার রব্ব! আমার বক্ষ (হৃদয়) খুলে দাও। আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও যাতে ওরা (লোকেরা) আমার কথা বুঝতে পারে। *(সূরা ত্ব-হা ঃ ২৫-২৮)*

## (২৪)

## স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দু'আ

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

*"রব্বি যিদনী 'ইল্‌মা"।*

অর্থ ঃ হে আমার রব, আমার ইল্‌ম [জ্ঞান] বাড়িয়ে দাও। *(সূরা ত্ব-হা ঃ ১১৪)*

## (২৫)

## ক্রোধ/রাগ/জিদ দমনের দু'আ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

*আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম।*

অর্থ ঃ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত অভিশপ্ত শয়তান হতে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

## (২৬)

## আযানের সাথে সাথে আমরা কী বলব?

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বললে তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকতার সাথে তার উত্তরে বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; মুয়াজ্জিন আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে তার উত্তরে সেও বলে, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; এরপর মুয়াজ্জিন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ বললে তার উত্তরে সে বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ; এরপর মুয়াজ্জিন হাইয়্যা আলাছ ছলাহ-বললে তার উত্তরে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ; এরপর মুয়াজ্জিন হাইয়্যা আলাল ফালাহ বললে জবাবে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ; এরপর মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার-বললে জবাবে সে বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; এরপর মুয়াজ্জিন বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর জবাবে সে বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, আযানের এই প্রতিউত্তর দেয়ার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম)

**নোট ঃ** আযানের জবাব দেয়া শেষ হলে নাবী কারীম ﷺ-এর উপর দুরূদ পড়তে হয়। (সহীহ মুসলিম) অতঃপর আযানের দু'আ পড়তে হবে।

## (২৭)

## আযানের দু'আ

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ

*"আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ-দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস সলা-তিল ক্বা-'ইমাতি 'আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়াব 'আসহু মাক্বা-মাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া 'আদতাহ"।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও সলাতের প্রতিষ্ঠিত মালিক, মুহাম্মাদ ﷺ-কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাক্বমে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন। (সহীহ বুখারী)

## (২৮)

## যে কোন প্রোগ্রামে যে দু'আ পড়তে হয়

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ

*রব্বিগফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়া ইন্নাকা আন্‌তাত তাওয়াবুল গফুর।*

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর, আর আমার তওবা কবূল কর, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল। (ইবনে মাজাহ)

## (২৯)

## কুরআন তিলাওয়াত ও কোন প্রোগ্রাম শেষের দু'আ (বৈঠকের কাফ্‌ফারা)

سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمدِك، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك

*সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।*

অর্থ ঃ মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

## (৩০)
## শিরক থেকে বাঁচার দু'আ

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعوذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِما لا أَعْلَم

*আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু, ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা লা-আ'লাম।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আহমাদ)

## (৩১)
## অন্তরকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করার দু'আ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

*ইয়া মুক্বল্লিবাল কুলুবি সাব্বিত ক্বলবী 'আলা দ্বীনিক।*

অর্থ ঃ হে হৃদয়সমূহকে ঘুরিয়ে দেয়ার মালিক, আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। (তিরমিযী, জামে সগীর)

اللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

*আল্লাহুম্মা মুসর্‌রিফাল কুলূবি সররিফ কুলূবানা 'আলা-ত্ব-'আতিক।*

অর্থ ঃ হে হৃদয় পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের প্রতি পরিবর্তন কর। (সহীহ মুসলিম)

## (৩২)
## ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

*যাহাবায-যমাউ ওয়াবতাল্লাতিল 'উরূকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইন্‌শা-আল্লা-হ।*

অর্থঃ পিপাসা মিটেছে, শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ চান তো সওয়াব সাব্যস্ত হয়েছে। (আবু দাউদ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিরহ্মাতিকাল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাই'ইন আন্ তাগফিরা লী।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত সকল কিছু পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে তার উসীলায় আবেদন করি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (ইবনে মাজাহ)

**(৩৩)**

**কোনো পরিবারের কাছে ইফতার করলে তাদের জন্য দু'আ**

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

*আফত্বর ইন্দাকুমুস স-ইমূন, ওয়া আকালা ত্ব'আ-মাকুমুল আবর-রু, ওয়া সল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ।*

অর্থঃ আপনাদের কাছে রোযাদাররা ইফতার করুন, আপনাদের খাবার যেন সৎলোকেরা খায়, আর আপনাদের জন্য ফিরিশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)

**(৩৪)**

**রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ**

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

*আসআলুল্লা-হাল 'আযীম, রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, আঁই ইয়াশফিয়াকা।* (৭বার)

অর্থঃ আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে চাচ্ছি, যিনি মহান আরশের রব, তিনি যেন আপনাকে রোগমুক্তি প্রদান করেন। [সাতবার পাঠ করা] (তিরমিযী, আবু দাউদ, হাকিম, নাসাঈ)

**(৩৫)**

**আনন্দদায়ক বা অপছন্দনীয় কিছুর সম্মুখীন হলে যা বলতে হয়**

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

*আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লি হাল।*

অর্থঃ সকল অবস্থায় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। (ইবনে সুন্নী, হাকেম)

## (৩৬)

## মেঘের গর্জন শুনলে পড়ার দু'আ

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

*সুবহা-নাল্লাযী ইউসাব্বিহুর র'দু বিহামদিহি ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহ।*

অর্থঃ পবিত্র-মহান সেই সত্তা, রা'দ ফেরেশ্‌তা যাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে, আর ফেরেশ্‌তাগণও তা-ই করে যাঁর ভয়ে। (মুয়াত্তা)

## (৩৭)

## যখন অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটে, বা যা করতে চায় তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন পড়ার দু'আ

قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

*ক্বদারুল্লা-হ, ওয়ামা-শা-আ ফা'আলা।*

অর্থঃ এটি আল্লাহ্‌র ফয়সালা, আর তিনি যা ইচ্ছা করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

## (৩৮)

## ঈদে একে অপরের সাথে দেখা হলে কী বলতে হবে?

[ঈদ-মুবারক বলা হাদীস সম্মত নয়]

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّ وَ مِنْكُمْ

*তাক্বব্বালাল্ল-হু মিন্না ওয়ামিনকুম।*

অর্থঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন।

## (৩৯)

## কোনো মুসলিম অপর মুসলিমকে প্রশংসা করলে যা বলতে হয়

أَحْسِبُ فُلاَناً وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ – إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ – كَذَا وَكَذَا

*আহ্‌সিবু ফুলা-নান, ওয়াল্ল-হু হাসীবুহু ওয়ালা উযাককী 'আলাল্ল-হি আহাদান আহসিবুহু, ইন্ কা-না ইয়া'লামু যা-কা, কাযা ওয়া কাযা।*

অর্থঃ অমুক প্রসঙ্গে আমি এ ধারণা রাখি, আর আল্লাহই তার ব্যাপারে সঠিক হিসাবকারী, আল্লাহ্‌র উপর (তাঁর জ্ঞানের উপরে উঠে) কারও প্রশংসা করছি না। আমি মনে করি, সে এ ধরনের, ও ধরনের -যদি তার সম্পর্কে তা জানা থাকে। (সহীহ মুসলিম)

## (৪০)

## কোনো মুসলিমের প্রশংসা করা হলে সে যা বলবে

اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ، [وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ

*আল্লা-হুম্মা লা-তু'আ-খিযনী বিমা ইয়াকুলূনা, ওয়াগফিরলী মা-লা ইয়া'লামূনা, [ওয়াজ'আলনী খইরম মিম্মা ইয়াযুন্নূনা]*

অর্থঃ হে আল্লাহ, তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না, তারা (আমার ব্যাপারে) যা জানে না সে ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা কর, [আর তারা যা ধারণা করে তার চাইতেও আমাকে উত্তম বানাও]। (সহীহ বুখারী)

## (৪১)

## শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*আউ-যু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজী-ম।*

অর্থ ঃ আমি বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

## (৪২)

## ভীত অবস্থায় যা বলতে হয়

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

*লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ।*

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার উপাস্য নেই! (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

## (৪৩)

## যে কোনো বিপদে পতিত ব্যক্তির দু'আ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ

فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

*ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি র-জি'উন, আল্লা-হুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলিফ লী খাইরাম মিনহা।*

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দাও এবং উহা অপেক্ষা উত্তম স্থলাভিষিক্ত কিছু প্রদান কর। (সহীহ মুসলিম)

## (৪৪)

## জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউ'যুবিকা মিনান্নার।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাচ্ছি।' [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

## (৪৫)

## শরীরে কোনো ব্যথা অনুভব করলে যা করতে ও বলতে হয়

(শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভব হচ্ছে, সেখানে নিজ হাত রেখে তিনবার বলতে হয়)

بِسْمِ اللَّهِ

*বিসমিল্লাহ।* অর্থ ঃ আল্লাহর নামে।

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

*আ'উযু বিল্লা-হি ওয়া ক্বুদরতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহা-যির।*

অর্থ ঃ এই যে ব্যথা আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশঙ্কা করছি, তা থেকে আমি আল্লাহ্‌র এবং তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম) এই দু'আটি সাতবার বলতে হয়।

## (৪৬)

## কবরে লাশ রাখার দু'আ

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ

*বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহ।*

অর্থ ঃ (আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে এবং রসূল ﷺ -এর আদর্শের উপর রাখছি। (আবু দাউদ)

## (৪৭)

## মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ

*আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লাহু আল্লা-হুম্মা সাব্বিতহু।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর। তাকে স্থির রাখ। (আবু দাউদ)

**নোট ঃ** সম্পূর্ণ জানাযার সলাতটাই হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য প্রকৃত দু'আ। তাই দাফন করার পর কোন প্রকার কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআন খতম নেই।

## (৪৮)

## কবরস্থানের যিয়ারত করার সময় দু'আ

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين، وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقون، نَسْأَلُ اللهَ لنا وَلَكُمُ العافِيَة.

*আসসালামু 'আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মীনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়াইন্না ইন্‌শা-আল্লাহু বিকুম লা-লাহিক্বুনা, নাসআলুল্লাহা লানা- ওয়ালাকুমুল 'আ-ফিয়াতা।*

অর্থ ঃ হে মু'মিন-মুসলিম 'কবরবাসীগণ'! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে অচিরেই মিলিত হব। আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের নিজেদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করি। (সহীহ মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

**বিশেষ নোট ঃ** কবর যিয়ারত করতে গিয়ে সূরা ফাতিহা, সূরা ইয়াসিন বা কোন প্রকার কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না এবং কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত করা যাবে না, মুনাজাত করতে হবে কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে। সম্মিলিত মুনাজাত করা যাবে না, মুনাজাত করতে হবে একাকী।

# আল-কুরআনের দু'আ

**(রসূল ﷺ দ্বারা অনুমোদিত)**

## (ক)

## আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সলাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত। (নাসাঈ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হিফাযতের জন্য একজন ফিরিশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হতে না পারে। (সহীহ বুখারী)

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ

كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

*আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়ূম। লা-তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ। মান্ যাল্লাযী ইয়াশ্ফা'উ ইন্দাহু ইল্লা বিইযনিহ। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহি ইল্লা বিমা-শা-আ। ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরদ। ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্যুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলীয়্যুল 'আযীম। (সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫৫)*

অর্থ ঃ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য (ইলাহ) নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের [মানুষদের] সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর আসন (কুর্সি) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এদের রক্ষণাবেক্ষণ (কুর্সি) তাঁকে ক্লান্ত করে না, এবং তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।

## (খ)

## দুষ্ট জিন ও দুষ্ট মানুষের অনিষ্ট ও হিংসা থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'আ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ () مِن شَرِّ مَا خَلَقَ () وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ () وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ () وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ()

**সূরা ফালাকঃ** *কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব, মিন শাররি মা-খলাক্ব, ওয়া মিন শাররি গ-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বব, ওয়া মিন শাররিন নাফফা-ছা-তি ফিল উক্বদ, ওয়ামিন শাররি হা-সি-দিন ইযা হাসাদ।*

অর্থ ঃ [হে রসূল!] তুমি বলো, আমি সকাল বেলার রবের নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়। এবং গিরায় ফুঁকদানকারিনীর অনিষ্ট থেকে। আর হিংসুকের হিংসা হতে, যখন সে হিংসা করে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ () مَلِكِ ٱلنَّاسِ () إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ () مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ () ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ () مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ()

**সূরা নাসঃ** *কুল আ'উযু বিরব্বিন্না-স্, মালিকিন্না-স, ইলা-হিন্ না-স, মিন্ শাররিল ওয়াস্ ওয়া সিল খন্না-স, আল্লাযী ইয়ুওয়াসওয়িসু ফীসূদুরিন্নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্ নাস।*

অর্থ ঃ [হে রসূল!] তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের নিকট। মানুষের বাদশাহর নিকট। মানুষের ইলাহর নিকট। প্ররোচনাকারীর অনিষ্ট হতে, যে অদৃশ্য হতে বারবার এসে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যায়। যে মানুষের অন্তরে প্ররোচনা দেয়। সে জিনের মধ্য থেকে হোক আর মানুষের মধ্য থেকে হোক।

## (গ)

## সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত

আবূ মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ 'কেউ যদি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট।' (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'সূরা বাকারার শেষের আয়াত দু'টি আমাকে আরশের নীচের ভান্ডার হতে দেয়া হয়েছে, আমার পূর্বে কোন নাবীকে এ দু'টো দেয়া হয়নি।' (মুসনাদে আহমাদ)

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ
مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ () لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا
مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ()

*আ-মানার রসূলু বিমা-উংযিলা ইলাইহি মির রব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা কুল্লুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসূলিহী লা- নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির্ রুসূলিহী ওয়া ক্বলু ছামি'না ওয়াআত্ব'না গুফর-নাকা রব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইউকাল্লিফুল্ল-হু নাফছান ইল্লা-উছ'আহা-লাহা-মা কাছাবাত ওয়া 'আলাইহা-মাকতাছাবাত রব্বানা- লা-তুআ-খিযনা- ইন্ নাছীনা-আও আখত্ব'না-রব্বানা- ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইছরন কামা- হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বলিনা। রব্বানা- ওয়ালা তুহাম্মিল্না- মা-লা ত্ব-ক্বতালানা- বিহি ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগফিরলানা- ওয়ারহামনা- আন্তা মাওলা-না-ফান্ছুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।*

**অর্থ ঃ**

২৮৫) রসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণের উপর। [তারা বলে] আমরা তাঁর রসূলগণের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা তোমারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।

২৮৬) আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুল করি তাহলে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করবে না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবে না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবে না যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর তুমি আমাদেরকে মার্জনা কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, আর আমাদের উপর দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব তুমি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর (জয়ী কর)।

## (ঘ)

## সূরা কাহাফ এর ফযীলত

বারাআ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'সূরা কাহ্ফ' তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে তার পাশে বাঁধা ছিল। তখন এক টুকরা মেঘ এসে তার উপর ছায়া দান করল। মেঘখন্ড ক্রমেই নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। আর তার ঘোড়াটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। সকাল বেলা যখন লোকটি নাবী ﷺ -এর কাছে উক্ত ঘটনার কথা ব্যক্ত করল, তখন তিনি বললেন, এ ছিল আস্সাকিনা (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল। (সহীহ বুখারী)

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হতে রক্ষা করা হবে; জামে তিরমিযীতে তিনটি আয়াতের বর্ণনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে শেষ দশটি আয়াতের বর্ণনা আছে। নাসাঈ-তে সাধারণভাবে দশটি আয়াতের বর্ণনা রয়েছে। মুসতাদ্রাকে হা'কিমে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরায়ে কাহ্ফ পড়ে তার জন্যে দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সময় আলোকিত হয়ে থাকে।

**১-১০ আয়াত ঃ**

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ ۝ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأۡسٗا شَدِيدٗا مِّن لَّدُنۡهُ وَيُبَشِّرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرًا حَسَنٗا ۝ مَّٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدٗا ۝ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗا ۝ مَّا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٖ وَلَا لِأٓبَآئِهِمۡۚ كَبُرَتۡ كَلِمَةٗ تَخۡرُجُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبٗا ۝ فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا ۝ إِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأَرۡضِ زِينَةٗ لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ أَيُّهُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗا ۝ وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيۡهَا صَعِيدٗا جُرُزًا ۝ أَمۡ حَسِبۡتَ أَنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنۡ ءَايَاتِنَا عَجَبًا ۝ إِذۡ أَوَى ٱلۡفِتۡيَةُ إِلَى ٱلۡكَهۡفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا ۝

আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী--আন্যালা 'আলা 'আবদিহিল কিতা-বা ওয়া লাম্ ইয়াজ্ব'আল্ লাহূ 'ইওয়াজ্বা-ক্বইয়্যিমাল লিইয়ূনযির বা"সান্ শাদীদাম্ মিল্লাদুন্হু ওয়া ইয়ূবাশ্ শিরাল্ মু'মিনীনাল্লাযীনা ইয়া'মালূনাছ ছ-লিহা-তি আন্না লাহুম আজ্বরন হাসানা-। মা-কিছীনা ফীহি আবাদা-। ওয়া ইয়ূনযিরল্লাযীনা ক্ব-লুত্তাখযাল্ল-হু ওয়ালাদা-। মা-লাহুম বিহী মিন্ 'ইলমিঁও ওয়ালা- লিআ-বায়িহিম; কাবুরত কালিমাতান্ তাখরুজ্ব মিন্ আফ্ওয়া-হিহিম;ইঁইয়াক্ব লূনা ইল্লা-কাযিবা-। ফালা'আল্লাকা বা-খি'উন্নাফ্সাকা 'আলা- আ-ছা-রিহিম্ ইল্

লাম্ ইয়ূ'মিনূ বিহা-যাল্ হাদীছি আসাফা-। ইন্না-জ্বা'আল্না-মা-'আলাল্ আরদ্বি যীনাতাল্লাহা-লিনাবলুওয়াহুম্ আইয়্যুহুম আহ্সানু 'আমালা-। ওয়া ইন্না-লাজ্বা- 'ইলূনা মা- 'আলাইহা-ছ'ঈদান্ জুরুযা-। আম্ হাসিব্তা আন্না আছ্হা-বাল্ ক্বহফি অররক্বীমি কা-নূ মিন্ আ-ইয়া-তিনা- 'আজ্বাবা-। ইয্ আওয়াল্ ফিতইয়াতু ইলাল্ কাহফি ফাক্ব-লূ রব্বানা--আ-তিনা-মিল্লাদুন্কা রহমাতাঁও ওয়াহাইয়ি' লানা-মিন আম্রিনা- রশাদা-।

**অর্থ ঃ**

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে রাখেননি কোন বক্রতা।

২. ইহাকে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত, যাতে সে তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সুসংবাদ দেয় সেসব মুমিনকে যারা সৎকর্ম করে। নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

৩. তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

৪. আর যেন সতর্ক করে তাদেরকে, যারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৫. এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। বড় মারাত্মক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হয়। মিথ্যা ছাড়া তারা কিছুই বলে না!

৬. হয়তো তুমি তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে দুঃখে নিজকে বিনাশ করে দেবে, যদি তারা এই কথার প্রতি ঈমান না আনে।

৭. নিশ্চয় পৃথিবীর উপর যা রয়েছে, তা আমি শোভা করেছি মানুষের জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম।

৮. আর নিশ্চয় তার উপর যা রয়েছে তাকে আমি উদ্ভিদহীন শুষ্ক মাটিতে পরিণত করব।

৯. তুমি কি মনে করেছ যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা ছিল আমার আয়াতসমূহের মাঝে এক বিস্ময়?

১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন বলল, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন'।

# আল-কুরআনের দু'আ

আল-কুরআনের বেশ কিছু আয়াত দু'আ হিসেবে পড়া যায়, এগুলোর অর্থ খুবই চমৎকার যা আমাদের মনের একান্ত চাওয়া। কুরআনের মধ্যে যে সকল আয়াত রব্বানা বা রব্বির বা আল্লা-হুম্মা দিয়ে শুরু সেগুলোই এক প্রকার দু'আ যা আল্লাহ আমাদেরকে তার ভাষায় শিখিয়ে দিয়েছেন। এই দু'আগুলো আমরা নিয়মিত তিলাওয়াতও করতে পারি এবং প্রতিদিন সময় করে অর্থসহ একবার রিডিং পড়ার চেষ্টা করি। দেখা যাবে একসময় এই দু'আগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে।

**আল-কুরআনের দু'আ ১.**

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*রব্বানা তাক্বব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আন্‌তাছছামী'উল 'আলিম।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবূল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারা ২ ঃ ১২৭)

**আল-কুরআনের দু'আ ২.**

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*রব্বানা- আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া- হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্না-র।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা বাকারা ২ ঃ ২০১)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩.**

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*রব্বানা- আফ্‌রিগ্ 'আলাইনা- ছবরওঁ ওয়া ছাব্বিত্ আক্বদা-মানা- ওয়াংছুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরিন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা স্থির রাখুন এবং আমাদেরকে কাফির জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। (সূরা বাকারা ২ ঃ ২৫০)

**আল-কুরআনের দু'আ ৪.**

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

*রব্বানা- লা তুআ-খিযনা ইন্ নাছীনা- আও আখত্বনা।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। (সূরা বাকারা ২ ঃ ২৮৬)

**আল-কুরআনের দু'আ ৫.**

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

*রব্বানা- ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইছরন কামা-*
*হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বলিনা।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। (সূরা বাকারা ২ঃ ২৮৬)

**আল-কুরআনের দু'আ ৬.**

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

*রব্বানা- ওয়াজা'আলনা- মুসলিমাইনি লাকা ওয়ামিন্ যুররিইইয়াতিনা-*
*উম্মাতাম মুসলিমাতাল্লাকা ওয়া আরিনা- মানা-সিকানা-ওয়াতুব*
*'আলাইনা- ইন্নাকা আন্তাত তাওয়া-বুর রহীম।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনগুত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনগুত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা ২ ঃ ১২৮)

**আল-কুরআনের দু'আ ৭.**

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*রব্বানা- ওয়ালা তুহাম্মিল্না- মা-লা ত্ব-ক্বতালানা- বিহি ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগফিরলানা- ওয়ারহামনা- আন্তা মাওলা-না- ফান্ছুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (সূরা বাকারা ২ ঃ ২৮৬)

**আল-কুরআনের দু'আ ৮.**

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

*রব্বানা- লা-তুযিগ ক্বলু-বানা- বা'দা ইয্ হাদাইতানা- ওয়াহাবলানা- মিল্লাদুন্কা রহমাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহহা-ব।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বস করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৮)

**আল-কুরআনের দু'আ ৯.**

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

*রব্বানা- ইন্নাকা জা-মি'উন্না-ছি লিইয়াওমিল্লা- রইবা ফীহি ইন্নাল্লা-হা লা ইউখলিফুল মী'আদ।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি মানুষকে সমবেত করবেন এমন একদিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৯)

**আল-কুরআনের দু'আ ১০.**

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*রব্বানা- ইন্নানা- আ-মান্না- ফাগ্‌ফিরলানা- যুনু-বানা- ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান্না-র।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৬)

**আল-কুরআনের দু'আ ১১.**

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

*রব্বানা- আ-মিন্না- বিমা- আন্‌যালতা ওয়াত্তাবা'নার রসূ-লা ফাকতুবনা- মা'আশ্‌শা-হিদীন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন'। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৫৩)

**আল-কুরআনের দু'আ ১২.**

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*রব্বানাগ্‌ ফিরলানা- যু নুবানা- ওয়া ইসরা-ফানা-ফী আমরিনা- ওয়াসাব্বিত আক্বদা-মানা- ওয়ান্‌ছুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরী-ন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পাসমূহকে, আর কাফির জাতির উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৪৭)

**আল-কুরআনের দু'আ ১৩.**

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*রব্বানা- মা-খলাক্বতা হাযা-বা-'তিলান্ সুবহা-নাকা ফাক্বিনা- 'আযা-বান্না-র।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৯১)

**আল-কুরআনের দু'আ ১৪.**

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

*রব্বানা- ইন্নাকা মিন্ তুদখিলিন্না-রা ফাক্বদ আখযাইতাহু ওয়ামা- লিজজলিমী-না মিন আন্ছার।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, নিশ্চয় তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৯২)

**আল-কুরআনের দু'আ ১৫.**

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

*রব্বানা- ইন্নানা- ছামি'না- মুনা-দিআইঁ ইউনা-দী লিল ঈমা-নি আন আ-মিনু বিরব্বিকুম ফাআ-মান্না।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহ্বানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন'। তাই আমরা ঈমান এনেছি। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৯৩)

**আল-কুরআনের দু'আ ১৬.**

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

*রব্বানা- ফাগফিরলানা যুনু-বানা- ওয়াকাফ্ফির 'আন্না ছাইয়িআ-তিনা- ওয়াতাওয়াফ্ফানা- মা'আল আব্‌রা-র।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৯৩)

**আল-কুরআনের দু'আ ১৭.**

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

*রব্বানা- ওয়া আ-তিনা- মা- ওয়া'আদতানা- 'আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখযিনা-ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ইন্নাকা লা- তুখ্‌লিফুল মী'আ-দ।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আর আপনি আমাদেরকে তা প্রদান করুন যার ওয়াদা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার রসূলগণের মাধ্যমে। আর কিয়ামতের দিনে আপনি আমাদেরকে অপমান করবেন না। নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৯৪)

**আল-কুরআনের দু'আ ১৮.**

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

*রব্বানা- আ-মান্না- ফাখতুব্‌না-মা'আশ্‌শা-হিদীন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৮৩)

**আল-কুরআনের দু'আ ১৯.**

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

*রব্বানা- লা-তাজ'আলনা-মা'আল ক্বওমিজজ-লিমীন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদেরকে যালিম জাতিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৪৭)

**আল-কুরআনের দু'আ ২০.**

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*রব্বানা- আন্‌যিল 'আলাইনা- মা-ইদাতাম মিনাছছামা-ই তাকূনু লানা-ঈদাল্ লিআওওয়ালিনা-ওয়া আ-খিরিনা- ওয়া আ-ইয়াতাম মিন্‌কা ওয়ারযুক্ব না- ওয়া আন্‌তা খইরুর র-যিকী-ন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আসমান থেকে আমাদের প্রতি খাবারপূর্ণ দস্তরখান নাযিল করুন; এটা আমাদের জন্য ঈদ হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য। আর আপনার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন হবে। আর আমাদেরকে রিয্‌ক দান করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ১১৪)

**আল-কুরআনের দু'আ ২১.**

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*রব্বানা- যলামনা- আন্‌ফুছানা- ওয়াইল্লাম তাগফির লানা- ওয়াতার হাম্‌না- লানাকু-নান্না মিনাল খ-ছিরীন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুল্‌ম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ২৩)

**আল-কুরআনের দু'আ ২২.**

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

*রব্বানাফতাহ্ বাইনানা-ওয়া বাইনা- ক্বওমিনা- বিলহাক্কি ওয়া আন্‌তা খইরুল ফা-তিহীন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে দিন। আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৮৯)

**আল-কুরআনের দু'আ ২৩.**

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

*রব্বানা- আফরিগ 'আলাইনা- সাব্‌রাওঁ*
*ওয়াতাওয়াফ্‌ফানা- মুসলিমী-ন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১২৬)

**আল-কুরআনের দু'আ ২৪.**

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*রব্বানা-লা-তাজ'আলনা- ফিতনাতাল লিলক্বওমিয য-লিমীন।*
*ওয়া নাজজিনা- বিরাহমাতিকা মিনাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে যালিম জাতির ফিতনার পাত্র বানাবেন না। আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফির জাতি থেকে রেহাই দিন। (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৮৫-৮৬)

**আল-কুরআনের দু'আ ২৫.**

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

*রব্বিজ 'আলনী মুকীমাসসলাতি ওয়া মিন্*
*যুররিইইয়াতী রব্বানা- ওয়া তাকাব্বাল দু'আ-ই।*

**অর্থঃ** হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দু'আ কবূল করুন। (সূরা ইব্রাহীম ১৪ ঃ ৪০)

**আল-কুরআনের দু'আ ২৬.**

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

*রব্বানা- ইন্নাকা তা'লামু মা-নুখফী ওয়ামা- নুলিনু ওয়ামা-ইয়াখফা-'আলাল্লা-হি মিন্ শাইইং ফিল আরদি ওয়ালা-ফিছছামা-ই।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি জানেন, যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, আর কোন কিছু আল্লাহর নিকট গোপন নেই, না যমীনে না আসমানে। (সূরা ইব্রাহীম ১৪ ঃ ৩৮)

**আল-কুরআনের দু'আ ২৭.**

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

*রব্বানাগফিরলী ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়ালিলমু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসা-ব।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব নেয়া হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা ইব্রাহীম ১৪ ঃ ৪১)

**আল-কুরআনের দু'আ ২৮.**

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

*রব্বানা- আ-তিনা- মিল্লাদুন্কা রহমাতাওঁ ওয়া হাইয়ি' লানা-মিন্ আম্রিনা-রশাদা-।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন। (সূরা কাহ্ফ ১৮ ঃ ১০)

**আল-কুরআনের দু'আ ২৯.**

رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى

*রব্বানা- ইন্নানা- নাখ-ফু আইঁ ইয়াফরুতা 'আলাইনা- আও আইঁ ইয়াত গ- ।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমরা তো আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা সীমালঙ্ঘন করবে । (সূরা ত্ব-হা ২০ ঃ ৪৫)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩০.**

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

*রব্বিশরহলী সদরী ওয়া ইয়াছছিরলী আমরী ওয়াহ লুল্ 'উকদাতাম মিল্লিছা-নী ইয়াফক্বহু ক্বওলী ।*

**অর্থঃ** হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন । এবং আমার কাজ সহজ করে দিন, 'আর আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন-যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে । (সূরা ত্ব-হা ২০ ঃ ২৫-২৮)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩১.**

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

*রব্বানা- আ-মান্না- ফাগফির্লানা- ওয়ারহামনা- ওয়াআন্তা খইরুর র-হিমীন ।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু । (সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ১০৯)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩২.**

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

*রব্বানাসরিফ 'আন্না- 'আযা-বা জাহান্নামা ইন্না 'আযা-বাহা- কা-না গর-মা। ইন্নাহা-ছা-আত মুছতাক্বররওঁ ওয়া মুক্ব-মা-।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আযাব হল অবিচ্ছিন্ন। 'নিশ্চয় তা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ৬৫-৬৬)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩৩.**

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

*ইন্না রব্বানা- লাগফু-রুং শাকূর।*

**অর্থঃ** নিশ্চয় আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী। (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ৩৪)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩৪.**

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*রব্বানা- হাবলানা মিন আযওয়া-জিনা- ওয়া যুররিইইয়া-তিনা- ক্বররতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ'আলনা- লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা-।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।
(সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ৭৪)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩৫.**

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

*রব্বানা- লা- তাজ-'আলনা- ফিত্নাতাল্লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগ্ফিরলানা- রব্বানা- ইন্নাকা আন্তাল 'আযীযুল হাকীম।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমতাহিনা ৬০ ঃ ৫)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩৬.**

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

*রব্বানাগফিরলানা- ওয়া লিইখওয়া-নিনাল্লাযীনা ছাবকূনা-বিল ঈমা-নি ওয়ালা- তাজ'আল ফী কুলূবিনা- গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা- ইন্নাকা রউফুর রহীম।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়াল। (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ১০)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩৭.**

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

*রব্বানা- ওয়াছি'তা কুল্লা শাইয়িররাহ মাতাওঁ ওয়া 'ইলমাং ফাগফির লিল্লাযীনা তা-বূ ওয়াত্তাবা'উ ছাবীলাকা ওয়াক্বিহিম্ 'আযা-বাল্ জাহীম।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন। (সূরা মু'মিন ৪০ঃ ৭)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩৮.**

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

*রব্বানা- 'আলাইকা তাওয়াক্কালনা-ওয়া ইলাইকা আনাব্না- ওয়া ইলাইকাল মাসীর।*

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে। (সূরা মুমতাহিনা ৬০ ঃ ৪)

**আল-কুরআনের দু'আ ৩৯.**

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

*রব্বানা- আতমিম লানা- নূ-রনা- ওয়াগ্ফির্লানা- ইন্নাকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান। (সূরা আত-তাহরিম ৬৬ ঃ ৮)

**আল-কুরআনের দু'আ ৪০.**

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*রব্বানা- ওয়া আদ্খিলহুম্ জান্না-তি 'আদনি নিল্লাতী ওয়া 'আত্তাহুম্ ওয়া মাং সলাহা মিন্ আ-বা-ইহিম্ ওয়া আযওয়া-জিহিম্ ওয়া যুররিইয়া-তিহিম্ ইন্নাকা আন্তাল 'আযীযুল হাকীম। ওয়া কিহিমুছ ছাইয়িআ-তি ওয়া মাং তাকিছ ছাইয়িআ-তি ইয়াওমাইযিং ফাকাদ্ রহিমতাহু ওয়া যা-লিকা হুওয়াল ফাওযুল 'আজীম।*

**অর্থঃ** হে আমাদের রব, আর আপনি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। আর তাদের পিতা–মাতা, পতি–পত্নি ও সন্তান–সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। আর আপনি তাদের অপরাধের আযাব হতে রক্ষা করুন এবং সেদিন আপনি যাকে অপরাধের আযাব থেকে রক্ষা করবেন, অবশ্যই তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটিই মহাসাফল্য। (সূরা মু'মিন ৪০ ঃ ৮-৯)